OCT. 3 1 1999

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ~~OCT. 3 0~~ 1999
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ......

নড়াইল জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চালচিত্র

নড়াইল সংবাদদাতা ॥ ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত নড়াইল জেলায় সাম্প্রতিক এক জরিপে প্রকাশ ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯০৮ জন।

তন্মধ্যে জেলার ২৮৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১৭০টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ৩০টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৯টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ

(৭ম পৃঃ দ্রষ্টব্য)

নড়াইল জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

৩৪ জন। অর্থাৎ ৭ হাজার ৯৭৪ জন বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু আদৌ কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে না।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ ১ হাজার ২৮০টি কিন্তু কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ২২৬ জন। ৫৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। পদগুলি সবই প্রধান শিক্ষকের বলিয়া জানা গিয়াছে। স্যাটালাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ৫১ জন এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৭ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন।

জরিপে আরও জানা যায় ১৯৯৩ সালে যে সকল শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল ১৯৯৭ সালে ঝরিয়া পড়া শিশুর সংখ্যা ৪ হাজার ৫৯৩ জন। অর্থাৎ শতকরা ২০ জন।

এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলার তিনটি থানার ৮টি ইউনিয়নে ৯৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী চালু আছে। এই কর্মসূচীতে ৮ হাজার ১৯৩টি দরিদ্র পরিবারের ৮ হাজার ৮২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী সুবিধা ভোগ করিতেছে। প্রতিটি দরিদ্র পরিবার প্রতিমাসে ৩০ কে জি করিয়া গম পাইতেছে। সে কারণে এই ৯৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অন্যান্য বিদ্যালয়ের চাইতে বেশী। তবে স্যাটালাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ গণসাহায্য সংস্থা নামক একটি এনজিও পরিচালিত। কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ এই সকল বিদ্যালয়ের বেতন পাইতেছেন না। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে হতাশা দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ অন্য কাজ খুঁজিতেছে। বিদ্যালয়গুলি অচল হইবার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছে। তিন হাজার শিশুর লেখা পড়ায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তাই অভিজ্ঞ মহলের মতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে।